এরদোগান: খলিফা নাকি কুফরের মহানায়ক?

তুরষ্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের নাম আসলেই অনেক ভাইবোন তাকে খলিফা বলে আখ্যায়িত করেন, ভবিষ্যৎ সুলতান সহ অনেক উপাধি দিয়ে থাকেন।

এরদোগান কুরআন পড়ে, এরদোগান উম্মাহর জন্য এই ঘোষণা দিয়েছে, এরদোগান হলো প্রভাবশালী ইসলামি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এরদোগান কারিস্ম্যাটিক সুলতান - ইত্যাদি পদবি তো অহরহ সবাই দিচ্ছি।

অথচ তার মধ্যে ঈমান ভঙ্গকারী অনেক বিষয় সুস্পষ্ট এবং কুফর কখনো কোনো সাধারণ সেবা কিংবা ক্যারিশ্মা দিয়ে রহিত হয়না যতক্ষণ না সে কুফর থেকে তাওবাহ করে প্রত্যাবর্তন না করছে।

নিচে এরদোগানের কিছু কুফর এবং মারাত্মক গর্হিত কাজ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ, যাতে আবেগী মুসলিম এক আয়া সোফিয়া ইস্যু কিংবা তুর্কী ইসলামী সালতানাতের সর্বশেষ ঘাটি ছিলো বিধায় এরদোগানের কুফর সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে তাকে যুগের মহানায়ক বানাচ্ছে।

1 এরদোগান এবং সেকযুলারিজম:

এরদোগান খিলাফাহ চায় না, সে চায় সেক্যুলার স্টেট। এ সম্পর্কে তার ইন্টারভিউ পর্যন্ত রয়েছে।

১.তিনি এক ইন্টারভিউতে বলেন তিনি খিলাফাহ চান না, তিনি সেক্যুলার স্টেট চান।

ভিডিও লিংক: https://youtu.be/whxFDe45mYU

২.সে ২০১১ সালে মুহাম্মাদ মুরসীর [আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন] মিশরকে সেক্যুলারিজমের দিকে আহবান করেছিলো।

নিউজ লিংক:
https://egyptindependent.com/erdogan-calls-secular-egypt/

2 এরদোগান এবং তুরষ্কের সংবিধান:

১.তুরষ্কের সংবিধানের প্রথম অংশের জেনারেল প্রিন্সিপালের "CHARACTERISTICS OF THE REPUBLIC" এর আর্টিকেল-২ এ স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে "The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and

based on the fundamental tenets set forth in the preamble."
এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তুরষ্ক একটি গণতান্ত্রিক সেক্যুলার রাষ্ট্র।

২.তুরষ্কের সংবিধান কুরআন সুন্নাহর সাথে মোটাদাগে সাংঘর্ষিক। শরী'আহতে বর্ণিত হুদুদ, নারী পুরুষের ভিন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংবিধান সুস্পষ্টভাবে কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া আরো অনেক আইন রয়েছে যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

3 এরদোগান এবং মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা এবং কুফরী কর্মকাণ্ড:

১. ২০১৮ সালে এরদোগান ইস্তাম্বুলে একটি চার্চ পুনরায় চালু করে এবং সেটির উদ্বোধন ও করে।

নিউজ লিংক:
https://www.trtworld.com/turkey/istanbul-s-iron-church-re-opens-after-seven-years-13983

২.কুফফার ন্যাটো জোটের সদস্য এবং ন্যাটোর সাথে মিলে মুসলিম ভূখন্ডে আগ্রাসানের ক্ষেত্রেও কম পিছিয়ে নেই কথিত এই সুলতান। ন্যাটোর প্রতি আনুগত্য এবং সাহায্যের হাত রয়েছে তুরষ্কের।

জানতে পড়ুন: https://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa

৩.সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত মু-জাহিদীনদের বিরুদ্ধে এরদোগান কুফফার জোটকে সহায়তা করেছে।

জানতে দেখুন:
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkey-to-open-military-training-base-in-somalia/656335#

৪.আফগানিস্তানে মুসলিমদের বিপক্ষে কুফফার জোটকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ও পিছিয়ে নেই এরদোগান।

বিস্তারিত পড়ুন:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force

৫.মুসলিমদের উপর আগ্রাসনের জন্য এরদোগান আমেরিকাকে বিমান ঘাটি দেয়। কুফফার জোটের সাথে মিলে সিরিয়া, ইরাকে গণহত্যায় শামিল ছিলো এই এরদোগান ও।

বিস্তারিত পড়ুন:
~
https://www.military.com/daily-news/2016/11/09/us-a

ccess-to-turkeys-incirlik-air-base-assured-for-now.html

~
https://www.orient-news.net/en/news_show/132105/16-civilians-killed-by-airstrikes-on-al-Bab-locals-say

4 এরদোগান এবং ইজরায়েল:
সামনাসামনি যতোই ইজরায়েলকে হুমকি দিক না কেনো, ইজরায়েলের সাথে সুলতানের সুসম্পর্কের কথা কারো অজানা নয়।

এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো সেক্যুলারিজম, মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করা সম্পর্কে।

1 সেক্যুলারিজম হলো র্ধমনিরপেক্ষতা র্অথাৎ সকল র্ধমের মানুষকে সমান বলে বিবেচনা করা এবং রাষ্ট্রের উপর ধর্মের কার্যকারিতা বাতিল করা। সেক্যুলারিজম একটি নির্জলা কুফর কেননা কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, এখন ইসলাম ব্যতীত সকল দ্বীন বাতিল এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটা অস্বীকার করা কুফর। যে ব্যক্তি সেক্যুলারিজম এ বিশ্বাস রাখবে কিংবা তার দিকে আহবান করবে, সে কাফির।

2 সংবিধান প্রণয়ন র্শিক এবং মানবরচিত সংবিধান দ্বারা যে বিচার এবং শাসন করেনা সে কাফির। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, উম্মাহর ইজমা এবং আহলুল ইল্মের ফাতাওয়া রয়েছে।

3 মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোনো ভাবে সাহায্য করা তাওয়াল্লি যা কুফর। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, সুস্পষ্ট হাদিস, উম্মাহর ইজমা, আহলুল ইল্মের ফাতাওয়া রয়েছে।

সুতরাং এরদোগান সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যারা তার ব্যাপারে ইকরাহ, জাহালাহ - ইত্যাদির ওজর আনেন, তারা হয়তো সুস্পষ্টভাবে এরদোগানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন না।

যারা বলেন এরদোগান তো মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেককিছু করে, তাহলে তাকে কাফির বলা বাড়াবাড়ি নয় কি?

আমরা বলি আল্লাহ তা'আলা মাঝেমধ্যে কোনো শত্রুর মাধ্যমেও ইসলামের সেবা করিয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে এটাই ভাবতে পারি। সে যদি উম্মাহর কোনো উপকার করে থাকে তাহলে সে এর অন্তর্ভুক্ত।

আর সে যদি তাওবাহ করে কুফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে মুসলিম হিসেবে ভালোবাসা পাবে কিন্তু যতদিন সুস্পষ্ট কুফরে থাকবে, সে কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি হিসেবেই পরিগণিত হবে।

আমরা তার জন্য দু'আ করতে পারি, তাকে দাওয়াত দিতে পারি এবং তার বিরুদ্ধে জি-হাদ করতে পারি যাতে সে ফিতনা পরিহার করে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

~Abu Mus'ab